

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচিপত্র

নাম,উপনাম ও বংশ

জন্ম ও প্রতিপালন

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর ছাত্রবৃন্দ

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

সঠিক আঙ্কীদা বিশ্বাসে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ)

ইমাম আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা

ইমামের মৃত্যুবরণ

الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربع و موقفهم من اتباع السنة د्वितीয় অধ্যায়

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সুন্নাহ অনুসরণে ইমামদের অবস্থান প্রথম পরিচেছদ

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহামতি ইমামদের জীবনী এখানে আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য, কারণ তাঁদের বিশাল আলোময় জীবন এ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সামান্যভাবে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বৎশ : নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা।
বৎশনামা : “নু'মান বিন ছাবিত বিন যুত্তাই আল খায়্যায আল কুফী।”^{৪৮}
 তিনি কাপরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই আল খায়্যায বলে পরিচিত এবং
 তিনি কুফা নগরীতে জন্মাত্ত করেছেন ও সেখানে জীবন-যাপন করেছেন
 এজন্য আল-কুফী বলে পরিচিত। বৎশগতভাবে তিনি আত্-তাইমী, অর্থাৎ
 তাঁর দাদা “যুত্তাই” রাবীয়া বৎশের উপর্যোগ বনী তাইমিন্নাহ বিন
 ছালাবার অধিনস্ত ছিলেন, এ সূত্রেই তিনি বৎশগতভাবে আত্-তাইমী বলে
 পরিচিত।^{৪৯}

জন্ম ও প্রতিপালন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফা
 নগরীতে ৮০ হিঁ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরীতে প্রতিপালিত

^{৪৮} তারিখে কাবীর লিল বুখারী- ৮/৮১ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ১৩/৩২৩ পৃঃ, তায়কেরাতুল হৃফ্ফায- ১/১৬৮ পৃঃ, সিয়ার আলামিনুবালা ৬/৩৯০ পৃঃ, আল কামিল ফিতারীখ- ৫/৫৮৫ পৃঃ মিয়ানুল ইতিদাল- ৮/২৬৫ পৃঃ, তাহয়ীবুত্তাহয়ীব- ১০/ ৪৪৯ পৃঃ ইত্যাদি।

^{৪৯} আল-আন্সাব লিস্সাম আনী- ৫/১০৩ পৃঃ, আল মাজুরুহীন- ৩/৬৩ পৃঃ।

হন এবং জীবনের শুরুতেই তিনি গার্মটেস ব্যবসায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।^{১০}

শিক্ষা জীবন : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) জীবনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যবসায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, শিক্ষা-দিক্ষায় মনোনিবেশ হননি। ইমাম শা'আবী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাঁর পরামর্শে তিনি শিক্ষামুখী হন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজেই বলেন : “আমি একদিন ইমাম শা'আবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি তাকে উন্নায় সম্মোধন করে বললাম যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : “তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?” জবাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, “আসলে আলিমদের সাথে আমার যোগাযোগ খুবই কম।” ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : “না তুমি এরূপ করো না, বরং তুমি শিক্ষামুখী হও এবং আলিমদের সাথে উঠাবসা শুরু কর, কারণ আমি তোমার মাঝে ভাল আলামত দেখছি।” ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন : ইমাম শা'আবীর এ উপদেশ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল, ফলে আমি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলাম এবং জ্ঞান গবেষণামুখী হলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন।^{১১}

এভাবেই আবু হানীফা (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করে তিনি কালাম শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা শিক্ষালাভ করে ভাত্ত মতবাদের প্রতিবাদে তর্ক সংগ্রাম চালিয়ে তার্কিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু এ তর্ক চর্চা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ শাস্ত্রে বিস্তৃতা সৃষ্টি করলে তর্ক চর্চা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ চর্চায় মনোনিবেশ করেন।^{১২}

ইমাম আবু হানীফার (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ছেট বয়সে দু'একজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন-

^{১০} তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৫ পঃ।

^{১১} মানাকিব আবী হানীফাহ লিল মাক্হী- ৫৪ পঃ।

^{১২} উকুদুল জিমান, ১৬১ পঃ।

আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه)، কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, অতঃপর ইমাম শা'আবীর অনুপ্রেরণায় দ্বীন শিক্ষায় আন্তরিয়োগ করেন।^{৩৩} ইমাম আল মিয়্যামী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোট পঞ্চাশ জন শাহীখ এর নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান আল আশ্যারী (রহ.)।
২. যায়িদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.)।
৩. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ আল কারশী (রহ.)।
৪. আবদুল মালিক বিন আবিল মাখারিক আল মাসরী (রহ.)।
৫. আদী বিন ছাবিত আল আনসারী (রহ.)।
৬. ইমাম কাতাদাহ বিন দায়ামাহ আস সাদুসী (রহ.)।
৭. মুহাম্মদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হতে অনেক গুণীজন দ্বিনী জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মিয়্যামী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সন্তুর জনের নাম উল্লেখ করেন।^{৩৪} নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেন।

১. জারীর বিন আবদুল হামীদ আল কুফী (রহ.)।
২. হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ আল কুফী (রহ.)।
৩. আল হাকাম বিন আবুল্লাহ আল বালখী (রহ.)।
৪. ইমাম আবুল্লাহ বিন মুবারক আল হানযালী (রহ.)।
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্শায়বানী (রহ.)।
৬. ইমাম নূহ বিন আবী মারযাম আল মারওয়ায়ী (রহ.)।
৭. ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আবু ইউসূফ আল কায়ী (রহ.)।

ইত্যাদি।

^{৩৩} উক্তদুল জিমান, ১৬০ পৃঃ।

^{৩৪} তাহ্যীবুল কামাল, ৩/১৪১৫ পৃঃ।

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : ইমাম কাবীসাহ বিন উকবাহ (রহ.) বলেন : “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রথম পর্যায়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদ'আতী বাতিল পছন্দের সাথে তর্কে লিঙ্গ হন, এভাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তারিকে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তর্কচর্চা বর্জন করে ফিকাহ ও সুন্নাহ চর্চায় লিঙ্গ হন এবং একজন ইমামে পরিণত হন।”^{৫৫}

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : ফিকাহ শাস্ত্রে আবু হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা, কারণ তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র ইমাম আবুল্হাব ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্থীয় যুগে ফিকাহ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন”।^{৫৬} তিনি সময়ের প্রসিদ্ধ তাবেঙ্গ যেমন- আত্ম বিন রাবাহ, নাফি, মাওলা ইবনু ওমার ও কাতাদাহ প্রভৃতি তাবেঙ্গদের (রাহিমাহুল্লাহ) হতে ফিকাহ শাস্ত্রে পওতু অর্জন করেন।^{৫৭} তাঁর হতেও অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাবে ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উল্লেখযোগ্য কোন রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকাহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত অর্জন করেন এবং বহু জ্ঞান পিপাসুকে ফিকাহ শিক্ষাদান করেন, কিন্তু প্রচলিত সমাজে যেমন- ইমাম সাহেবের বরাত দিয়ে প্রকাশ্য হাদীসকে বর্জন করে ফিকাহকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইহা কখনও ইমাম সাহেবের স্বত্বাব নয় এবং মায়াবাও নয়। “সুন্নাতে রাসূল ﷺ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান” পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি প্রমাণসহ আলোকপাত করব ইন্শাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একশত হিজরীর পরে অর্থাৎ তাঁর বিশ বছর বয়সের পর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ আলিম হতে হাদীস

^{৫৫} উক্তদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

^{৫৬} সিয়ার আলামিনুবালা, ৬/৪০৩ পৃঃ।

^{৫৭} উস্মানুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবু হানীফা, ১৫ পৃঃ।

শিক্ষালাভ করেন।^{৫৮} কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই নগন্য। এর দুটি কারণ হতে পারে,

প্রথম কারণ : তিনি হাদীস বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীর পূর্ণ মুখ্য বর্ণনাকেই শুধু মনে নিতেন। ইমাম ইবনু সালাহ (রহ.) বলেন :

شَدَّدْ قَوْمٌ فِي الرَّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا، وَتَسَاهَلَ فِيهَا آخِرُونَ فَفَرَطُوا وَمَنْ
الْتَّشَدَّدَ مِذْهَبٌ مِنْ قَالَ : لَاحِقَةٌ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حَفْظِهِ، وَذَلِكَ
مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ

“হাদীস বর্ণনায় একশ্রেণীর মানুষ কঠোরতা অবলম্বন করে সীমালঞ্চন করেছেন, আবার আরেক শ্রেণী শিখিলতা অবলম্বন করে সীমালঞ্চন করেছেন। কঠোরতার মধ্যে হল, যারা মনে করেন যে, বর্ণনাকারীর শুধু মুখ্য বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফার মত।”^{৫৯}

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের হাদীস বর্ণনা কম হওয়ার অপর কারণ হলো তিনি মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস বর্ণনার সুযোগ হত না।

উকুদুল জিমান গ্রন্থের লিখক বলেন,
وَإِنَّمَا قَلَتِ الرَّوَايَةُ عَنْهُ..... لَا شُغْلَ عَنِ الرَّوَايَةِ بِاسْتِبْنَاطِ الْمَسَائِلِ مِنِ
الْأَدْلَةِ كَمَا كَانَ أَجْلَاءُ الصَّحَابَةِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَغَيْرِهِمَا يَشْتَغِلُونَ بِالْعَمَلِ
عَنِ الرَّوَايَةِ حَتَّى قَلَتِ رَوَايَاهُمْ بِالنِّسَبَةِ إِلَى كَثْرَةِ إِطْلَاعِهِمْ

“ইমাম সাহেবের বিভিন্ন দলীলের মাসআলার গবেষণায় ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা কমে গেছে, যেমন- প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু বকর, ওমার (রহ.) সহ অনেকেই প্রচুর জানা-শুনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি।”^{৬০}

^{৫৮} সিয়ারু আলমিমুবালা, ৬/৩৯৬ পৃঃ।

^{৫৯} উল্মূল হাদীস- ১৮৫, ১৮৬ পৃঃ, (আত্তাকস্তদ ওয়াল ইয়াহ সহ)।

^{৬০} উকুদুল জিমান- ৩১৯, ৩২০ পৃঃ।

অবশ্য এ ব্যক্ততার কারণে তিনি হাদীস সংরক্ষণেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

لَمْ يُصِرِّفْ الْإِمَامُ هُمَّهُ لِضَبْطِ الْأَلْفَاظِ وَالْأَسَانِيدِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هُمَّهُ
الْقُرْآنُ وَالْفَقْهُ، وَكَذَلِكَ حَالٌ كُلُّ مَنْ أَقْبَلَ عَلَى فِنْ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ عَنْ غَيْرِهِ

“ইমাম সাহেব হাদীসের শব্দ ও সনদ বা সূত্র রপ্ত ও যব্ত করণে গুরুত্ব দিতে পারেননি, তাঁর গুরুত্ব ছিল কুরআন ও ফিকাহ শাস্ত্রে, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির এমনই অবস্থা হয়, এক বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অপর বিষয় ঘাটাতি হয়ে যায়।”^{৬১}

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নামে কিছু হাদীসের সংকলন উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এগুলি ইমাম আবু হানীফার (রহ.)। মূলতঃ ওই সব ইমাম সাহেবের সংকলন নয় বরং তাঁর অনেক পরে সেগুলি সংকলন করে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।^{৬২} আল্লামাহ শাহ আবদুল আযীয দেহলবী হানাফী (রহ.) বলেন :

بَلْ جَمِيعُهَا الْجَامِعُونَ بَعْدَ أَزْمَنَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ

“বরং সে গ্রন্থগুলো অনেক পরে বিভিন্নজন সংকলন করেছেন।”^{৬৩}

ইমাম ইবনু হাজার আসকালামী (রহ.) বলেন :

وَكَذَلِكَ مَسْنَدُ أَبِي حِنْفَةِ تَوْهِمٍ أَنَّهُ جَمِيعُ أَبِي حِنْفَةِ وَلِيْسَ كَذَلِكَ...

“অনুরূপ মুস্নাদ আবী হানীফাহ ধারণা করা হয় ইহা ইমাম আবু হানীফার সংকলন, আসলে তা নয়.....।”^{৬৪}

অতএব বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবু হানীফার নামে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হয়তো ইমাম আবু হানীফা হতে তাঁর ছাত্রাবাসের পর যে হাদীসগুলি সংকলন করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছেন, অথবা অতি ভক্তির কারণে নিজের সংগৃহীত হাদীস তাঁর নামে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহ ‘আলাম।

^{৬১} মানাকিব আবী হানীফাহ ও সাহিবাইহী লিব্যাহাবী- ২৮ পৃঃ।

^{৬২} উস্মানীয় ইন্দা আবী হানীফা- ১০০-১০৭ পৃঃ।

^{৬৩} বৃষ্টামুল মুহাদ্দিসীন, ৫০ পৃঃ।

^{৬৪} তাঁজিলুল মানফাআহ, ০৫ পৃঃ।

সঠিক আকুদাবিশ্বাসে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বাতীল আকুদাবিশ্বাসে পোষণকারী জাহমিয়া, মুরখিয়া, মুতায়িলা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সাথে তর্কযুদ্ধে লিঙ্গ হয়েছেন, এক প্রতিষ্ঠায় বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আকুদাবিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। প্রায় সকল মাসআলায় তিনি একমত শুধু ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তাঁ'আলার স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান না হওয়া বরং আরশে সম্মুখীন হওয়া এবং নিরাকার না হওয়া বরং তাঁর সুস্পষ্ট শুণাবলী সাব্যস্ত করাই হলো ইমামের আকুদাবিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ যারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের দুহাই দেয়, তারাই আবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বিপরীত আকুদাহ-বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইমাম আবু হানীফার ফতোয়া অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ- ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, “যে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপরে আছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান) সে কাফির।”^{৬২}

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর আকুদাহ বিষয়ক পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি শুধু সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি এগুলো লিখেন নি। তবে “ফিক্হল আকবার” নামে যে গ্রন্থটি ইমামের ছেলে হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে, সেটি অধিকাংশের মতে ইমাম সাহেবের সংকলন,^{৬৩} ওয়াল্লাহ ‘আলাম। মূল কথা ইমাম সাহেবের নিজের রচিত হোক বা তাঁর থেকে শুনে হাম্মাদের রচনা হোক সর্বাবস্থায় প্রমাণ করে যে, ইমাম সাহেবের এবং তাঁর ছেলে হাম্মাদ সঠিক আকুদাহ বিশ্বাসের উপর ছিলেন, যা হতে বর্তমানের হানাফী সমাজ পদস্থাপিত হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকুদাবিশ্বাসের উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

^{৬২} মুখ্তাসারু আলউলু ১৩৬ পৃঃ।

^{৬৩} উস্লুদীন ইনদা আবী হানীফাহ, ১১৫-১২৫ পৃঃ, আশ্শারহ আল মুয়াস্সার, ০৩ পৃঃ, শরহ কিতাব ফিকহল আকবার, ০৫ পৃঃ, শরহল আকুদাহ তাহাবীয়াহ, ১/২৬৬ পৃঃ।

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম চতুর্থয়ের প্রথম হলেন ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ খ্রিঃ) (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করেন, সকল বক্তব্যের মূল কথা হল ইমামদের সুন্নাহ পরিপন্থী মতামতের তাকলীদ (অঙ্গ অনুসরণ) বর্জন করে সহীহ হাদীস বা সুন্নাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيٌّ

“কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ” ।^{১১১}

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সততা, জ্ঞানের সচ্ছতা এবং আল্লাহভীরতার এক জলন্ত প্রমাণ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তাহাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ বর্জনের নির্দেশ জারি করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই তিনি হক্ক ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় হক্ক গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা সমিচিন হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ হক্ক বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে প্রচার করে তা পালনীয় অপরিহার্য ফাতুয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবু হানীফার (রহ.) উপর যুলম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া

^{১১১} ইবনু অবিদীন- আল বাহর আর রায়িক এর হাশিয়ায়-১/৩৬ পৃঃ, এবং রাসমুল মুফতী-১/৪ পৃঃ।
শাহীখ সালিহ আল ফুলানী- ইকায়ুল হিমাম-৬২ পৃঃ।

মাযহাবপন্থীরা তাঁকে যুক্তি হতে দিতে চায় না। আল্লাহ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হোদায়াত দিয়েছেন, মাযহাব পন্থীদেরও সেরূপ হোদায়াত দান করুন। আমীন!

ইমাম সাহেব যেহেতু রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলণ হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এরূপ বন্ডব্য সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তি যুক্ত, কারণ হলো : তিনি রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলিত হয়নি, যেমন সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম লাভ করেন ১৯৪ হিঃ। সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম লাভ করেন ২০৩ হিঃ, এমনিভাবে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মত্ত্যুর ৪৪ বছর ও তারও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, অতঃপর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলণ করেন। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর শুভকামনা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলণ হবে, যঙ্গে দূর্বল হাদীস হতে সহীহ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দূর্বল হাদীসের সমাদর থাকবেনা। সহীহ হাদীস উপস্থিত হলে ঈমানী দাবী হিসাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই আকঁড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা চেতনার আলোকেই তাঁর অমীর বাণী “কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ স্টোই (সহীহ হদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।”

২। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَئِنَّ أَحَدَنَا" وَفِي رِوَايَةٍ :
 حَرَّاًمٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذِيلِيْ أَنْ يُفْتَنَ بِكَلَامِيْ" وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : "إِنَّا بَشَرٌ"
 تَعُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَتَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا" وَفِي أَخْرِي : "وَيَحْكُمْ يَا يَعْقُوبَ ! (هُوَ أَبُو
 يُوسُفَ) لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَثْرُكُهُ غَدًا،
 وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَثْرُكُهُ بَعْدَ غَدِّ"

“আমরা আমাদের কথাগুলি কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি ইহা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়”^{১৫৬}

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : “যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথা অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।” এর সাথে অন্য বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হল : “আমরা সাধারণ মানুষ আজকে এক ফাতাওয়া দেই, আবার আমীকাল তা প্রত্যাহার করে থাকি।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি স্বীয় শিষ্য ইয়াকুব ইমাম আবু ইউসুফ কে বলেন : “সাবধান তুমি আমার কাছে যা কিছুই শুন, সবই লিখ না, কারণ আমি আজ এক সিদ্ধান্ত নেই, আবার আগামীকাল তা প্রত্যাখ্যান করি। আবার আগামীকাল এক ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত নেই, তার পরের দিন তা প্রত্যাখ্যান করি।”^{১৫৭}

আলোচ্য বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীল ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াসের আলোকে ফাতওয়া দিলেও দলীল বিহীন ও কিয়াস ভিত্তিক ফাতওয়া অনুযায়ী অন্যকে ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দেন নি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফাতওয়া সমূহ প্রচার প্রসার করা না জারেয ও হারাম। কারণ এ সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব (রঃ) এক্ষেত্রে কতইনা সতর্ক ও সচেতন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুল্দীন আলবানী (রঃ) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর যে সমস্ত কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান

^{১৫৬} ইবনু আবিল বার আল ইন্তিকা- (الإنتقاء في فضائل النّلاّة الأئمّة الْفَقِهاء)-, গ্রন্থে ১৪৫ পঃ, ইলামুল মুয়ার্কিন- ২/৩০৯ পঃ। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়-৬/২৯৩ পঃ: আশৃশারানী- আল মিয়ান- ১/৫৫ পঃ। শায়খ আল ফুলানী- ইকায়ুল হিমাম- ৫২ পঃ: ইমাম যুক্তার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

^{১৫৭} শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিনুবী ﷺ - ৮৭ পঃ:

হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ দাহীস পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। সুতরাং ইমাম সাহেবকে দোষাঙ্কণ করা কখনও জায়ে হবে না। বরং তাঁর প্রতি শুন্দা ও ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বিনের জন্য অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কর্মে লিখ হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ হাদীস বিরোধী কথাগুলো কোঠের ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ হাদীসই হল তাঁর মাযহাব। অতএব ইমাম সাহেব হলেন এক প্রাপ্তে, আর ঐসব অনুসারীরা হল আরেক প্রাপ্তে।”^{১৫৮}

৩। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

“إِذَا قَلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولِ فَأَثْرُكُوهُ قَوْلِي”

“আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন কর (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।”^{১৫৯}

যিনি ইমামুল মুসলিমিন তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন যে, কুরআন ও হাদীস ছেড়ে আমার কথাকেই আঁকড়ে ধর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُوَا اللَّهَ﴾

“হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আর আল্লাহকে ভয় কর।”^{১৬০}

অতএব আল্লাহ ভীরু ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অবশ্যই বলবেন যে, কুরআন ও হাদীস গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর। কিন্তু দুঃখের

^{১৫৮} শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন নাবী- ৪৭,৪৮ পঃ।

^{১৫৯} শায়খ আল ফুলানী- ইকায়ুল হিমাম-৫০ পঃ।

^{১৬০} সূরা আল হজরাত- আয়াত ১।

বিষয় হল তথা কথিত হানীফী মাযহাব অনুসারী ভাইয়েরা ইমাম আবু হানীফার (রহ.) দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী ফাতওয়া আঁকড়ে ধরতে বন্ধপরিকর। আল্লাহ আমাদের সকল গেঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হদীসের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! কোন ব্যক্তির অঙ্গ অনুসারী না হয়ে ইমাম আবু হানীফার (রহ.) নির্দেশ উপদেশও অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীস আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন! আমীন!

৪। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

**"وَاصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنْ مَذَهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ
أَنْ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ"**

“ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর সকল অনুসারীরা একমত যে, ইমাম আবু হানীফার মত হল: যঙ্গফ (দূর্বল) হাদীস তাঁর কাছে কিয়াস ও অভিমতের চেয়েও অনেক উত্তম।”^{১৬১}

কিয়াস ও অভিমতের চেয়ে যদি যঙ্গফ হাদীস উত্তম ও প্রাধান্য যোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিয়াস ও অভিমতের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলে তা মানা অপরিহার্য ফরয। এবং সহীহ হাদীস পেলে কিয়াস ও অভিমত বর্জন করাও ফরয।

৫। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

**"إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللهِ بِالرَّأْيِ، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنْنَةِ، فَمَنْ
خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ"**

“সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বিনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথঅস্ত হয়ে যাবে।”^{১৬২}

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য মানুষের হিদায়াত ও পথঅস্তিতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকাই হল হিদায়াত।

^{১৬১} ইবনুল কাইয়্যিম- ইলুল মুয়াক্কিদেন- ১২/৮২ পৃঃ।

^{১৬২} শা'রানী- মীয়ানে কুবরা- ১/৯ পৃঃ।

আর সুন্নাহ বর্জন করে কোন ব্যক্তি, দল, তারীকা ও মাযহাবের অনুসরণ করাই হল যলালাত বা পথভ্রষ্টতা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের পরও কিভাবে তাঁর দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীসকে বর্জন করে মাযহাবী গেঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং সকল মত ও পথ বর্জন করে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন, যেমন-

১. ইমাম আহমাদ বিন হামল (রহ.) বলেন : “ইমাম সাহেব শিক্ষা, আল্লাহ ভীরুত্ব ও আখিরাতমুখী হিসাবে এক বিশেষ অবস্থানে ছিলেন। আবু জাফর আল মানসুরের কাজী বা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করা হয়েছে তবুও তিনি তা গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তাকে বিশেষ রহম করুন।”^{৬৭}
২. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : “যদিও মানুষেরা ইমাম আবু হানীফার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন এবং অপচন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বিবেক-বৃদ্ধিতে কারো কোনরূপ সন্দেহ নেই।”^{৬৮}
৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, সাধক ও ইমাম ছিলেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, রাজা-বাদশাহদের কোন পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।”^{৬৯}

ইমামের মৃত্যুবরণ : মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবু হানাফী (রহ.) ১৫ই শাবানে ১৫০ হিঃ, ৭০ বছর বয়সে পরপারে পাড়িজমান, এবং বাগদাদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।^{৭০} আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্মাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

^{৬৭} উকুদুল জিমান, ১৯৩ পৃঃ।

^{৬৮} মিনহাজুম সুন্নাহ, ২/৬১৯ পৃঃ।

^{৬৯} তায়কিরতুল হক্কায়, ১/১৬৮ পৃঃ।

^{৭০} আল ইস্তিকা, ১৭১ পৃঃ।